ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 019 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০১৯ ● কলকাতা ● ০৫ মাঘ, ১৪৩২ ● সোমবার ● ১৯ জানুয়ারি ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

“মৃত ব্যক্তির নামে দুই ডেথ সার্টিফিকেট! ভুয়া ওয়ারিশ দেখিয়ে জমি রেকর্ড পরিবর্তনের অভিযোগ”

নিজস্ব প্রতিবেদন | দক্ষিণ ২৪ পরগণা

মৃত্যুর সাত বছর পর এক অবিবাহিত ব্যক্তির ‘স্ত্রী’ আবিষ্কার—এ কি কেবল প্রশাসনিক ভুল, না কি সুপরিকল্পিত জালিয়াতি ও দুর্নীতির চক্র? দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং-২ ব্লকের জীবনতলা থানার অন্তর্গত হেদিয়াবাদ মৌজায় এমনই এক বিস্ফোরক অভিযোগে তোলপাড় স্থানীয় প্রশাসন।

অভিযোগকারী মৃত্যুঞ্জয় সরদার জানান, তাঁর জ্যাঠামশাই দুঃখীরাম সরদার ছিলেন আজীবন অবিবাহিত। ১৮ মে ২০১৮ সালে তিনি হেদিয়াবাদে নিজ বাসভূমিতে পরলোক গমন করেন এবং আমঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আমঝাড়া শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। সেই অনুযায়ী আঠারোবাঁকী গ্রাম পঞ্চায়েতের বার্থ অ্যান্ড ডেথ সাব-রেজিস্ট্রার ৬ জুন ২০১৮ তারিখে যথাযথভাবে ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করেন।

পরবর্তীতে সরেজমিন তদন্তের ভিত্তিতে আঠারোবাঁকী গ্রাম পঞ্চায়েতের তৎকালীন প্রধান লীলা মণ্ডল ৮ জুন ২০২৩ তারিখে একটি ওয়ারিশান সার্টিফিকেট ইস্যু করেন, যেখানে মৃত দুঃখীরাম সরদারের একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে তাঁর ভাই লালু সরদারের নাম উল্লেখ করা হয়।

অভিযোগ অনুযায়ী, জীবনতলা থানার অধীন হেদিয়াবাদ মৌজার ২৩০৪ নং খতিয়ানে ১৪৯১/১৪৯৩ দাগে মোট ৭৫ শতক শালি জমি দীর্ঘদিন ধরে দুঃখীরাম সরদারের নামেই রেকর্ডভুক্ত ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই ২৬ মে ২০২৫ তারিখে সেই জমি অভিযোগকারীদের অগোচরে জনৈকা বাসন্তী সরদারের নামে নতুন ২৩২৯ নং খতিয়ানে রেকর্ডভুক্ত হয়ে যায়।

এই ঘটনায় বিস্মিত হয়ে ২৮ মে ২০২৫ তারিখে অভিযোগকারী ক্যানিং-২ বিয়েলআরও দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানান। তার পরিপ্রেক্ষিতে ৪৭/২৫ নং মিস কেস রুজু হয় এবং ১০ জুন ২০২৫ তারিখে শুনানির দিন ধার্য হয়।

শুনানিতে অভিযোগকারী পক্ষ সমস্ত বৈধ নথি পেশ করে দাবি করেন—দুঃখীরাম সরদার অবিবাহিত ছিলেন, অতএব তাঁর কোনো স্ত্রী থাকার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু অপরপক্ষে বাসন্তী সরদার দুটি ওয়ারিশান সার্টিফিকেট ও একটি ডেথ সার্টিফিকেট পেশ করেন, যেগুলিকে অভিযোগকারী পক্ষ সম্পূর্ণ ভুয়ো ও জাল বলে দাবি করেছেন।

সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন অনুযায়ী যেখানে একবারই মৃত্যুর নিবন্ধন হওয়ার কথা, সেখানে দুঃখীরাম সরদারের নামে আঠারোবাঁকী গ্রাম পঞ্চায়েতের বাইরে তাম্বুলদহ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ২৮ মে ২০১৮ তারিখে আরেকটি ডেথ সার্টিফিকেট কীভাবে ইস্যু হল—তা নিয়ে উঠেছে গুরুতর প্রশ্ন। অভিযোগকারীদের দাবি, এটি স্বাস্থ্য দপ্তরের একাংশ ও পঞ্চায়েত স্তরের যোগসাজশ ছাড়া সম্ভব নয়।

ওয়ারিশান সার্টিফিকেট নিয়েও বিস্তর অসঙ্গতির অভিযোগ উঠেছে। বাসন্তী সরদার একদিকে ২০ মে ২০২৫ তারিখে পত্রসংখ্যাবিহীন একটি ওয়ারিশান সার্টিফিকেট জমা দেন, আবার ২৯ মে ২০২৫ তারিখে ইস্যু হওয়া আরেকটি সার্টিফিকেটে তাঁকে মৃত দুঃখীরাম সরদারের ‘স্ত্রী’ হিসেবে দেখানো হয়। অথচ ওই দ্বিতীয় সার্টিফিকেট ইস্যুর আগেই, ২৬ মে ২০২৫ তারিখে জমি নতুন খতিয়ানে তাঁর নামে রেকর্ডভুক্ত হয়ে যায়।

অভিযোগকারীদের প্রশ্ন—যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় অবিবাহিত ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর বহু বছর পর হঠাৎ ‘স্ত্রী’ আবির্ভাব কি নিছক প্রশাসনিক বিভ্রান্তি, না কি পরিকল্পিত প্রতারণা?

সবচেয়ে উদ্বেগজনক অভিযোগ উঠেছে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের ভূমিকাকে ঘিরে। অভিযোগ অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট রেভিনিউ ইনস্পেক্টর সরেজমিন তদন্ত না করেই সন্দেহজনক সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে একটি মনগড়া রিপোর্ট দেন, যার ফলে জমির রেকর্ড পরিবর্তন করা হয়। এমনকি বাদী ও বিবাদী—উভয় পক্ষেই একই ব্যক্তির নাম থাকা সত্ত্বেও পরিবারকে নোটিশ না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

শুনানির পর সার্টিফিকেটগুলির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য সিআইডি বা উপযুক্ত সংস্থার তদন্ত চেয়ে লিখিত আবেদন করা হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

এই ঘটনায় প্রশাসনিক দুর্নীতি, জাল নথি প্রস্তুত ও সরকারি জমি রেকর্ডে কারচুপির গুরুতর অভিযোগ সামনে এসেছে। অভিযোগকারীরা অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্ত, জাল সার্টিফিকেট প্রস্তুতকারী ও সুবিধাভোগীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা এবং দুঃখীরাম সরদারের জমি পূর্ব খতিয়ানে পুনর্বহালের দাবি জানিয়েছেন।

এখন দেখার—এই ‘মৃতের স্ত্রী’ রহস্যের জট খুলতে প্রশাসন আদৌ সক্রিয় হয়, নাকি নথির আড়ালে চাপা পড়ে যাবে আরেকটি বড় দুর্নীতির অধ্যায়।

পর্ব 178

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

নিজের মানার উপর সুখ আর নিজের মানার উপরই দুঃখ। তুমি পরিস্থিতিকে মেনে নিলে তবেই সুখ, না নিলে দুঃখ। কাল ছিল ধনের দুঃখ, আজ শরীরের দুঃখ। মানে দুটোই বিনাশশীল। কোন ব্যক্তিকে না ধন সুখ দিতে পারে, না শরীর সুখ দিতে পারে।

ক্রমশঃ

হাতির তাণ্ডবে লন্ডভন্ড আলুক্ষেত, ক্ষতির মুখে কুঞ্জনগরের চাষিরা

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

শনিবার গভীর রাতে ফের হাতির হামলায় আতঙ্ক ছড়াল ফালাকাটা ব্লকের ময়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুঞ্জনগর এলাকায়। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন কুঞ্জনগরের জঙ্গল থেকেই একটি বড় হাতির দল গ্রামে ঢুকে পড়ে বলে জানা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, প্রায় ১০ থেকে ১২টি হাতি তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে গ্রামে ব্যাপক তাণ্ডব চালায়।

হাতির হামলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কুঞ্জনগর গ্রামের বাসিন্দা কৌশিক দত্ত। তাঁর প্রায় আড়াই বিঘা আলু খেত সম্পূর্ণভাবে লন্ডভন্ড করে দেয় হাতির দল। ক্ষতিগ্রস্ত কৌশিক দত্ত জানান, "আমি এম.এ পাশ করেছি। পড়াশোনা করেও চাকরি মেলেনি।তাই বাধ্য হয়ে আলু চাষ শুরু করেছিলাম। কিন্তু সেই স্বপ্নও ভেঙে গেল। রাতারাতি সব শেষ হয়ে গেল।"

তিনি আরও বলেন, এলাকায় স্থায়ীভাবে হাতির উপদ্রব বেড়ে চলেছে। অথচ এখনও পর্যন্ত এখানে কোনো ওয়াচ টাওয়ার তৈরি করা হয়নি।বন দপ্তরের আধিকারিকরা মাঝে মধ্যে এসে ইডিসি সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে চলে যান, কিন্তু বাস্তব সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয় না। কৌশিক দত্তের দাবি, তাঁর ক্ষতির পরিমাণ প্রায় এক লক্ষ টাকা এবং দ্রুত ক্ষতিপূরণ দেওয়া প্রয়োজন।

এই ঘটনায় কেবল কৌশিক দত্তই নন, আরও বেশ কয়েকজন কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। দিলীপ বর্মনের প্রায় আধা বিঘা এবং মধু বর্মনের প্রায় দুই বিঘা আলু খেতও হাতির তাণ্ডবে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যদিও সৌভাগ্যবশত এই ঘটনায় কোনো বাড়িঘরের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে জানা গেছে।খবর পেয়ে রাতেই বন দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে হাতির দলটিকে নিরাপদে জঙ্গলে ফিরিয়ে নিয়ে যান। বন দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সরকারি নিয়ম মেনে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।তবে বারবার এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত এলাকায় ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ ও স্থায়ী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের আশঙ্কা, উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে আগামী দিনে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার নিতে পারে।

নবান্নর আর্জি শুনল না, ৪ আধিকারিক ও এক কর্মীর নামে FIR করতেই হবে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটার তালিকায় অবৈধ ভাবে নাম তোলা-সহ একাধিক অনিয়মের অভিযোগে রাজ্যের চার আধিকারিক এবং এক কর্মীর বিরুদ্ধে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা ডিইও-কে এফআইআর করার জন্য বছরের শুরুতে নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন । সূত্রে জানা গিয়েছিল, এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট চার আধিকারিক ও কর্মীর পাশে দাঁড়িয়ে কমিশনের কাছে নবান্ন আর্জি জানায় ওই পাঁচ আধিকারিককে যেন 'লঘু পাপে গুরু দণ্ড' না দেওয়া হয়।এ ব্যাপারে এর আগে নবান্ন কমিশনকে রিপোর্ট পাঠিয়ে বলেছিল, আপাতত তারা চারজন অফিসারকে সাসপেন্ড করছে। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করা হবে। এফআইআর যদি

করতেই হয় তার জন্য আরেকটু সময় দেওয়া হোক। কিন্তু কয়েকমাস কেটে গেলেও নবান্ন এএফআইআর করেনি। তাই আর অপেক্ষা না করে সম্প্রতি সরাসরি জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা ডিইও-কে এফআইআর করার নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন।কিন্তু সূত্র বলছে, শনিবার নবান্নর অনুরোধ না শুনে পুনরায় ওই দুই ইআরও এবং এক এইআরও-সহ একজন ডেটাএন্ট্রি অপারেটরের বিরুদ্ধে এফআইআর করার জন্য ডিএমদের রিমাইন্ডার পাঠানো হয়েছে।

বারুইপুর পূর্ব ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ঘটনায় রাজ্যের স্বরাষ্ট্র

এরপর ৩ পাতায়

বেলডাঙায় অশান্তি, পরপর ২ দিন আক্রান্ত সংবাদমাধ্যম, ধৃত মোট ২৬

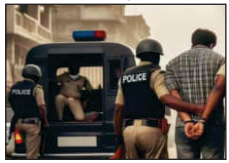

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বেলডাঙা : মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় অশান্তির ঘটনায় ধৃত ২৬ জন। সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৪ জনকে। তাদের মধ্যে রয়েছে মতিউর রহমান। এই ব্যক্তি সাংবাদিক নিগ্রহের মূল অভিযুক্ত বলে দাবি করেছে পুলিশ। সংবাদমাধ্যম ও সোশাল মিডিয়ায় ঘটনার সময়ের ছবি, ভিডিও দেখে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা হয়েছে বলে দাবি পুলিশ সূত্রে।শুক্রবার বেলডাঙায় তাণ্ডবের সময় দেখা যায়নি পুলিশকে। শনিবারও সকাল থেকে বিক্ষোভের নামে চলল তাণ্ডব। শেষমেশ দুপুরে রাস্তায় নামল পুলিশ। কিন্তু প্রায় ৩০ ঘণ্টা পর কেন ঘুম ভাঙল পুলিশের? এই নিয়ে তুঙ্গে তরজা। যদিও নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ মানতে চাননি পুলিশ সুপার।গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে বেলডাঙায় সাংবাদিক সোমা মাইতিকে মারধরের ঘটনায় অভিযুক্ত চার জনও রয়েছে। অশান্তির ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মতিউর রহমানকেও গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশের তরফে গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের ছবি প্রকাশ করা হয়েছে। তাদের কারও হাতে লাঠি, কারও হাতে বাঁশ। কেউ বা ফ্লেক্স, ব্যারিকেড, ঠিকাদার সংস্থার অফিস ভাঙচুর করে সেইসব জিনিস নিয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

নবান্নর আর্জি শুনল না, ৪ আধিকারিক ও এক কর্মীর নামে FIR করতেই হবে

দফতরের পক্ষ থেকে গতকালই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি পাঠানো হয়। যার সারাংশ হল, 'এ ব্যাপারে আমরা রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলের থেকে মতামত নিয়েছি। তিনি বলেছেন, ওই আধিকারিকরা যে ভুল করেছিলেন, তার জন্য যা যা পদক্ষেপ নেওয়ার রাজ্য নিয়েছে, তারপরও তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর করা মানে ছোট অপরাধে বড় শাস্তি হয়ে যাবে। তাই আমরা আবার আর্জি জানাচ্ছি, ওই এফআইআরের নির্দেশ প্রত্যাহার করা হোক।'

কিন্তু দেখা গেল, তা তো হলই না উল্টে কমিশনের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ করার জন্য রিমাইন্ডার দেওয়া হল।

প্রসঙ্গত, ভোটার তালিকায় অনিয়মের অভিযোগে গত বছর ৫ অগস্ট ওই চার অফিসারকে সাসপেন্ড করার সুপারিশ করেছিল নির্বাচন কমিশন। সেই সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছিল, তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলাও দায়ের করতে হবে। পরদিনই ঝাড়গ্রামের সভায় দাঁড়িয়ে কমিশনের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন,'ভোট তো এখনও আট মাস বাকি। এখন থেকেই অফিসারদের ভয় দেখাচ্ছ? ক্ষমতা দেখাচ্ছ? কার ক্ষমতা দিয়ে এই কাজ করছ? অমিত শাহর দালালি করছ?' শুধু তা নয়, মুখ্যমন্ত্রী এও বলেছিলেন, 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আপনাদের প্রটেক্ট করার দায়িত্ব আমাদের। ওরা কিছু করতে পারবে না।'

এর পরই শুরু হয়ে যায় টানাপড়েন। নবান্ন কমিশনের সুপারিশ না মানায় রাজ্যের সচিবালয়কে ফের চিঠি দেয় নির্বাচন কমিশন। নবান্ন তখনও কমিশনের সুপারিশ মানতে চায়নি। কাউকে সাসপেন্ড না করে স্রেফ এক সহকারী ইআরও এবং একজন ডেটা এন্ট্রি অপারেটরকে ভোটের কাজ থেকে সরিয়ে দেয়।

(২ পাতার পর)

বেলডাঙায় অশান্তি, পরপর ২ দিন আক্রান্ত সংবাদমাধ্যম, ধৃত মোট ২৬

দেখিয়েছে। গোটা ঘটনায় ৩০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ তাদের আদালতে পেশ করা হবে। গতকাল দেরিতে হলেও পুলিশের অ্যাকশন দেখা গিয়েছিল চোখে। বিভিন্ন জায়গায় চলে ধরপাকড়। সোশ্যাল মিডিয়ায় থাকা বিভিন্ন ছবি দেখেই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গ্রেফতার হওয়াদের মধ্যে ৪ জন রয়েছে যারা সাংবাদিক নিগ্রহে যুক্ত। এর মধ্যে মতিউর রহমান নামে এক ব্যক্তির ছবি পুলিশ প্রকাশ করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, এই ব্যক্তি শুক্রবার এবং শনিবার বেলডাঙার বিভিন্ন এলাকা যেখানে অশান্তি হচ্ছিল সেখানে উপস্থিত ছিল। পুলিশের আরও দাবি, এই মতিউর রহমান সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনাতেও যুক্ত। যাদের আটক এবং গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে মারধর, ভাঙচুর, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা সহ- একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

আজ সকাল থেকে বেলডাঙায় নিরাপত্তা যথেষ্টই আঁটসাঁট। শুক্রবার এবং শনিবার তাণ্ডবের সময় পুলিশকে দেখা যায়নি রাস্তায়। শনিবারের দুপুরের পর, প্রায় ৩০ ঘণ্টা পর রাস্তায় নামে পুলিশ। আজ রবিবার বেলডাঙায় আপাতত পরিস্থিতি শান্ত। বিভিন্ন রাস্তায় রয়েছে প্রচুর পুলিশ। গত ২ দিনের তাণ্ডবে আর কারা যুক্ত তাদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে। এছাড়াও নতুন করে আর যেন অশান্তি না ছড়ায় সেদিকেও নজর রাখছে পুলিশ। পরিস্থিতি শান্ত রাখতে বেলডাঙার বিভিন্ন জায়গায় মজুত রয়েছে প্রচুর পুলিশবাহিনী।

পশ্চিমবঙ্গের সিঙ্গুরে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ

নতুন দিল্লি, ১৮ জানুয়ারি, ২০২৬

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি.ভি. আনন্দ বসু, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আমার সহকর্মী সর্বানন্দ সোনোয়াল, সুকান্ত মজুমদার এবং শান্তনু ঠাকুর, সংসদে আমার সহকর্মী সৌম্য ভট্টাচার্য, সৌমিত্র খান এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং অন্যান্য জনপ্রতিনিধি, ভদ্রমহোদয়া ও ভদ্রমহোদয়গণ!

গতকাল আমি মালদহে ছিলাম, এবং আজ হুগলিতে আপনাদের

এরপর ৫ পাতায়

বাংলায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শর্ত প্রধানমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রীর সভা। তাই বাংলার জন্য নতুন কিছু বলেন কিনা সেদিকে কান পেতে ছিলেন অনেকেই। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যা বললেন তা সবই হবে বাংলায় ক্ষমতায় এলে। সুতরাং ক্ষমতায় না এলে যে সবই প্রতিশ্রুতি সেটা বুঝিয়ে দিলেন। তাই সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারী, শমীক ভট্টাচার্যরা যে দাবি করেছিলেন তাতে সিলমোহর দিলেন না প্রধানমন্ত্রী।এছাড়া বঙ্গ-বিজেপির নেতারা সিঙ্গুরে টাটা কারখানা হওয়ার কথা চাউর করলেও তার ধারেকাছে ঘেঁষলেন না প্রধানমন্ত্রী। বরং এক জেলা, এক পণ্য নীতি নিয়ে স্বপ্নফেরি করলেন। যাতে আকৃষ্ট হলেন না হুগলি জেলার মানুষজন। কারণ সবই তো প্রতিশ্রুতি। নরেন্দ্র মোদির কথায়, 'এখানে সব কিছুতে সিন্ডিকেট ট্যাক্স বসিয়ে রাখা হয়েছে। এই সিন্ডিকেট ট্যাক্স এবং মাফিয়াবাদকে বিজেপিই শেষ করবে। এটাই মোদির গ্যারান্টি। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি এলে এই পরিস্থিতি বদলাবে।'স্বপ্নফেরি করলেন নানা কথা বলে। শুধু এড়িয়ে গেলেন সিঙ্গুরে টাটা কারখানা করার বিষয়টি। অথচ বিজেপি নেতারা বারবার দাবি করে এসেছেন, সিঙ্গুরে আবার টাটা কারখানা হবে। তাও মোদির হাত ধরেই। এমনকী যখন মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী বসে রয়েছেন তখনও শমীক ভট্টাচার্য দাবি করেন, সিঙ্গুরে শিল্প ফিরিয়ে আনা হবে।

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

মোদির 'মিশন বাংলা'য় সিঙ্গুরে কি ফিরবে শিল্প?

বঙ্গবাসীর জন্য একগুচ্ছ উপহার নিয়ে হাজির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । রবিবার সিঙ্গুর থেকে ৩টি অমৃত ভারত, কলকাতায় ইলেকট্রিক কেটামেরন, বলাগড়ের বন্দর গেট সিস্টেমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন-সহ ৮৩০ কোটি টাকা প্রকল্পের শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী। বুঝিয়ে দিলেন বাংলাকে সবদিক থেকে উন্নত করাই লক্ষ্য তাঁদের।অর্থাৎ বাংলার উন্নতি ও কর্মসংস্থান যে লক্ষ্য, তা বারবার বুঝিয়ে দিয়েছেন মোদি। সরকারি অনুষ্ঠান শেষে সিঙ্গুরে রাজনৈতিক সভা করেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে তিনি বলেন বাংলায় শিল্প আসবে ঠিকই। তবে তৃণমূলের জমানায় তা সম্ভব নয় বলেই এদিন ফের মন্তব্য করলেন মোদি। বললেন, "তৃণমূলের দৌরাত্ম্য বন্ধ হলে, আইন শৃঙ্খলার উন্নতি হলে, মাফিয়াদের উপর নিয়ন্ত্রণ আনা গেলে তবেই বাংলায় বিনিয়োগ আসবে। এরজন্য তৃণমূলকে সরাতে হবে।" অর্থাৎ মঞ্চ থেকে মোদি বুঝিয়ে দিলেন, বিজেপি এলে তবেই বাংলায় শিল্প আসবে। তবে এদিন সিঙ্গুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে টাটাকে ফেরানো প্রসঙ্গে একটি শব্দও শোনা যায়নি প্রধানমন্ত্রীর মুখে।সকলের একটাই প্রশ্ন, ছাব্বিশে বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় এলে সিঙ্গুরে ফিরবে টাটা?

বাংলায় কর্মসংস্থান নেই, দীর্ঘদিন ধরেই এই অভিযোগে সরব বিরোধীরা। বারবার আলোচনায় উঠে আসে সিঙ্গুর-টাটা প্রসঙ্গ। টাটা বিদায়ের ১৮ বছর রবিবার সেই সিঙ্গুর থেকেই একাধিক সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস, উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার মধ্যে রয়েছে তিনটি অমৃত ভারত। কলকাতা-বারাণসী, সাঁতরাগাছি-তাম্বরম ও হাওড়া-আনন্দবিহার। এছাড়া জয়রামবাটি-ময়নাপুর রেললাইনের উদ্বোধন করেন তিনি। তারপরই তিনি মনে করিয়ে দেন, এবার তাঁর কেন্দ্র বারাণসীর সঙ্গে জুড়ে গেল বাংলা।এদিন সরকারি মঞ্চ থেকে মোদি বলেন, "বিকশিত ভারতের জন্য পূর্ব ভারতের বিকাশের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ধারাবাহিক ভাবে কাজ করে চলেছে। আজ কয়েকশো কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন করলাম।" এদিনের মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন প্রকল্পগুলির ফলে নদীকেন্দ্রিক পর্যটন আরও বৃদ্ধি পাবে পশ্চিমবঙ্গে। স্বাভাবিকভাবেই কর্মসংস্থান বাড়বে। যুব সমাজ নতুন দিশা পাবে। এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি চান বাংলা মৎস্যকেন্দ্রিক এবং সামুদ্রিক খাদ্যের উৎপাদনে দেশকে নেতৃত্ব দিক।

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(সাতাশতম পর্ব)

থেকে সিংহ কেড়ে নিলেন আর কার্ত্তিক কেড়ে নিলেন ময়ূর। পরবর্তী সময়ে সরস্বতী দেবী হংসকেই তাঁর চিরস্থায়ী বাহনের মর্যাদা দিলেন। আর সরস্বতীর এ বাহন সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্বত্রই তাঁর সমান গতি ঠিক যেমনভাবে জ্ঞানময় পরমাত্মা সব জায়গায় বিদ্যমান। মজার ব্যাপার হলো হংস জল ও দুধের পার্থক্য

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

অমৃত ভারত এক্সপ্রেস: সাশ্রয়ী দীর্ঘপথ রেলযাত্রার রূপান্তর

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি, ২০২৬

মূল বিষয়সমূহ

* ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে মোট ৩০-টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস চালু হয়েছে। এর সঙ্গে আরও নয়টি নতুন পরিষেবা যুক্ত হয়েছে। এর ফলে সারা দেশে রেলসংযোগ বিস্তৃত হয়েছে।
* নন এসি স্লিপার শ্রেণিতে প্রতি এক হাজার কিলোমিটারে আনুমানিক ৫০০ টাকা ভাড়া নির্ধারিত হয়েছে। পরিবর্তনশীল ভাড়া প্রযোজ্য নয়। সাধারণ যাত্রীদের জন্য যাত্রা সহজ হয়েছে।
* নতুন রুটগুলির মাধ্যমে উত্তর পূর্ব, পূর্ব, মধ্য, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। সীমান্ত এলাকা, বড় শহর ও তীর্থকেন্দ্র যুক্ত হয়েছে।
* উন্নত রেলসংযোগের ফলে কর্মসংস্থানের যাতায়াত, পর্যটন, বাণিজ্য এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবায় প্রবেশ সহজ হয়েছে।

প্রাত্যহিক যাত্রার ক্ষমতায়ন

ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মেরুদণ্ড দীর্ঘদিন ধরেই রেলব্যবস্থা। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই ব্যবস্থার মাধ্যমে দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করেছে। সাশ্রয়ী গণপরিবহণের প্রধান ভরসা হিসেবে ভারতীয় রেল মানুষ, বাজার ও সুযোগকে যুক্ত করেছে। বহু মানুষের কাছে ট্রেনে যাত্রা দৈনন্দিন প্রয়োজন। প্রায় দুই শতাব্দী পরেও ভারতীয় রেল যাত্রী পরিবহণকে ক্রমাগত রূপান্তরিত করে চলেছে। আরাম, সুবিধা ও নির্ভরযোগ্যতা ধীরে ধীরে সর্বস্তরের যাত্রায় যুক্ত হয়েছে। নিরাপত্তা ও যাত্রীকেন্দ্রিক চিন্তাধারাই মূল লক্ষ্য।

এই ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ইঁহার মুদ্রাকে চপেট-দান মুদ্রা নামে অভিহিত করা হয়। অপরাজিতার প্রস্তরমূর্তিতে হাত তুলিয়া ঠিক যেরূপে লোকে চপেট বা চড় মারে সেইরূপে দেবীর হস্ত বিন্যস্ত থাকে।

ইনি পীতবর্ণা, দ্বিভুজা, একমুখী, নানা রত্নোপশোভিতা, **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(৩ পাতার পর)

পশ্চিমবঙ্গের সিঙ্গুরে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ

সকলের মধ্যে থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার একটি উন্নত ভারত, পূর্ব ভারতের উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গতকাল এবং আজকের ঘটনাবলী এই সংকল্পকে আরও দৃঢ় করবে। এই সময়ের মধ্যে, আমি পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কিত শত শত কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং উদ্বোধন করার সুযোগ পেয়েছি। গতকাল, দেশের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে ছেড়ে গেছে। বাংলাও প্রায় অর্ধ ডজন নতুন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন পেয়েছে। আজ, আরও তিনটি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন চালু করা হয়েছে। এই ট্রেনগুলির মধ্যে একটি আমার সংসদীয় নির্বাচনী এলাকা কাশী বারাণসীর সঙ্গে বাংলার সংযোগ আরও জোরদার করবে। এছাড়াও, দিল্লি ও তামিলনাড়ুর মধ্যে অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনও চলাচল শুরু করেছে। এর অর্থ হল, পশ্চিমবঙ্গের রেল যোগাযোগের জন্য গত ২৪ ঘন্টা অভূতপূর্ব। গত ১০০ বছরে সম্ভবত ২৪ ঘন্টায় এত কাজ করা হয়নি।

বন্ধুগণ,

নৌপথের ক্ষেত্রে বাংলার অপার সম্ভাবনা রয়েছে, এবং কেন্দ্র সরকার এই বিষয়ে কাজ করছে। বন্দর-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরিতেও এটি সহায়তা প্রদান করছে। কিছুক্ষণ আগে, বন্দর ও নদী জলপথ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর ও উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য এবং ভারতের উন্নয়নের জন্য এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো হলো সেই স্তম্ভ যার উপর ভিত্তি করে পশ্চিমবঙ্গকে উৎপাদন, বাণিজ্য এবং সরবরাহের জন্য একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে। এই প্রকল্পগুলির জন্য আমি আপনাদের সকলকে অভিনন্দন জানাই।

বন্ধুগণ,

আমরা যত বেশি বন্দর এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত বাস্তুতন্ত্রের উপর জোর দেব, এখানে তত বেশি কর্মসংস্থান তৈরি হবে। কেন্দ্রীয় সরকার গত ১১ বছরে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরের সক্ষমতা সম্প্রসারণে ব্যাপক বিনিয়োগ করেছে। এই বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ উন্নত করার জন্য, সাগরমালা প্রকল্পের অধীনে রাস্তাঘাটও তৈরি করা হয়েছে। আজ আমরা সকলেই এর ফলাফল দেখতে পাচ্ছি। গত বছর কলকাতা বন্দর কার্গো হ্যান্ডলিংয়ে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে।

বন্ধুগণ,

বলাগড়ে নির্মিত সম্প্রসারিত বন্দর গেট সিস্টেম হুগলি এবং আশেপাশের অঞ্চলের জন্য নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করবে। এটি কলকাতায় যানজট এবং পণ্য পরিবহনের চাপ কমাবে। গঙ্গার উপর নির্মিত জলপথ পণ্য পরিবহনকে আরও বৃদ্ধি করবে। এই সম্পূর্ণ পরিকাঠামো হুগলিকে একটি গুদামজাতকরণ এবং বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত করতে সাহায্য করবে। এটি শত শত কোটি টাকার নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে, হাজার হাজার যুবকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং পরিবহন শ্রমিকদের উপকৃত করবে এবং কৃষক ও উৎপাদকদের জন্য নতুন বাজার তৈরি করবে।

বন্ধুগণ,

আজ ভারতে, আমরা বহুমুখী সংযোগ এবং পরিবেশবান্ধব গতিশীলতার উপর জোর দিচ্ছি। বন্দর, নদী জলপথ, মহাসড়ক এবং বিমানবন্দরগুলিকে নির্বিঘ্ন পরিবহন সক্ষম করার জন্য সংযুক্ত করা হচ্ছে।এটি পণ্য সরবরাহের খরচ এবং পরিবহনের সময় উভয়ই হ্রাস করছে।

বন্ধুগণ,

আমাদের প্রচেষ্টা হলো আমাদের পরিবহনের মাধ্যমগুলো যেন প্রকৃতি-বান্ধব হয় তা নিশ্চিত করা। হাইব্রিড বৈদ্যুতিক নৌকা নদী পরিবহন এবং পরিবেশবান্ধব গতিশীলতা উভয়কেই বাড়িয়ে তুলবে। এটি হুগলি নদীতে ভ্রমণকে সহজ করবে, দূষণ কমাবে এবং নদী-ভিত্তিক পর্যটনকে উৎসাহিত করবে।

বন্ধুগণ,

আজ, ভারত মৎস্য চাষ ও সামুদ্রিক খাবার উৎপাদন ও রপ্তানিতে দ্রুত অগ্রগতি করছে। আমার স্বপ্ন হল পশ্চিমবঙ্গ এই ক্ষেত্রে দেশকে নেতৃত্ব দেবে। কেন্দ্রীয় সরকার নদী জলপথের জন্য তার দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। এখানকার কৃষকদের পাশাপাশি, আমাদের সহ-মৎস্যজীবীরাও এর সুবিধা পেতে শুরু করেছেন।

বন্ধুগণ,

কেন্দ্রীয় সরকারের চালু করা এই প্রকল্পগুলি পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন যাত্রাকে ত্বরান্বিত করবে। আবারও, আমি আপনাদের সকলকে এই প্রকল্পগুলির জন্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।আরেকটি সভায় হাজার হাজার মানুষ অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন। আমারও সেখানে অনেক কিছু বলার আছে, এবং সম্ভবত সেখানকার লোকেরা এসব কথা শুনতে আরও আগ্রহী। আমি সেখানে আরও কিছুটা খোলামেলা কথা বলব, তাই আমি এখানেই আমার বক্তৃতা শেষ করব।আর পরবর্তী সভার জন্য আপনার অনুমতি নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি।আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

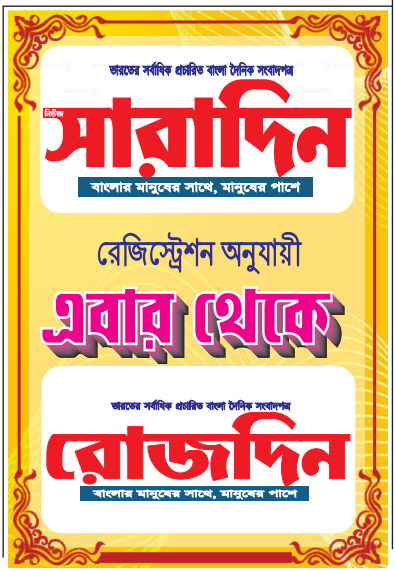

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

(৪ পাতার পর)

অমৃত ভারত এক্সপ্রেস: সাশ্রয়ী দীর্ঘপথ রেলযাত্রার রূপান্তর

অমৃত ভারত এক্সপ্রেস চালু হয়েছে। এটি অমৃত কালের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে এই পরিষেবা শুরু হওয়ার পর ইতিমধ্যে ৩০-টি ট্রেন চলাচল করছে। আরও নয়টি পরিষেবা যুক্ত হচ্ছে। পূর্ব ও উপ হিমালয় অঞ্চল দক্ষিণ, পশ্চিম ও মধ্য ভারতের প্রধান গন্তব্যের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য যাত্রার অঙ্গীকার আরও জোরদার হয়েছে।

অমৃত ভারত এক্সপ্রেস: ধারণা ও উদ্দেশ্য

অমৃত ভারত এক্সপ্রেস একটি আধুনিক নন এসি দীর্ঘপথ স্লিপার ট্রেন পরিষেবা। ভারতীয় রেল এই পরিষেবা শুরু করেছে। লক্ষ্য সাশ্রয়ী ও আরামদায়ক যাত্রা সুনিশ্চিত করা। উৎসবের মরশুম ও অভিবাসনকালে বাড়তি যাত্রীচাপ সামাল দেওয়া এই পরিষেবার উদ্দেশ্য। প্রতি এক হাজার কিলোমিটারে আনুমানিক ৫০০ টাকা ভাড়া নির্ধারিত। স্বচ্ছ ও সহজ ভাড়া কাঠামো অনুসরণ করা হয়েছে। পরিবর্তনশীল ভাড়া নেই। কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও পারিবারিক প্রয়োজনে যাত্রা সহজ হয়। সারা দেশে সাশ্রয়ী দীর্ঘপথ রেলসংযোগ বিস্তারের লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এই ট্রেনগুলি সম্পূর্ণ নন এসি। এতে রয়েছে ১১টি সাধারণ শ্রেণির কোচ, আটটি স্লিপার কোচ, একটি প্যান্ট্রি কার এবং দুটি দ্বিতীয় শ্রেণি লাগেজ ও গার্ড ভ্যান। দিব্যাঙ্গবান্ধব ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সাধারণ যাত্রীদের প্রয়োজন অনুযায়ী নকশা করা হয়েছে। আরামদায়ক ও উন্নত যাত্রার অভিজ্ঞতা দেওয়াই মূল লক্ষ্য।

সংযোগ সম্প্রসারণ: নয়টি নতুন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

নতুন নয়টি ট্রেন চালুর ফলে রেল সংযোগের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটেছে। দীর্ঘপথ সংযোগ জোরদার হয়েছে। যাত্রী চাহিদা পূরণে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ভারতের উত্তর পূর্বের অষ্টলক্ষ্মী

কামাখ্যা রোহতক অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

* অসমের কামাখ্যা ও হরিয়ানার রোহতকের মধ্যে দীর্ঘপথ রেলসংযোগ স্থাপন হয়েছে।
* সাপ্তাহিক পরিষেবা। অসম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ, দিল্লি ও হরিয়ানা অতিক্রম করে।

ট্রেন সময়সূচি:

– শুক্রবার রাত ১০টায় কামাখ্যা থেকে যাত্রা। রবিবার দুপুর ২টা ৪৫ মিনিটে রোহতকে পৌঁছয়।

– রবিবার রাত ১০টা ১০ মিনিটে রোহতক থেকে যাত্রা। মঙ্গলবার দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটে কামাখ্যায় পৌঁছয়।

* কামাখ্যা মন্দির ও বারাণসীর গঙ্গা ঘাট সংলগ্ন এলাকা অতিক্রম করে। পর্যটন ও আঞ্চলিক সংযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ডিব্রুগড় লক্ষ্ণৌ অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

পূর্বোদয় থেকে ভারত উদয়ের সংযোগ

* উত্তর পূর্ব ভারত ও উত্তর ভারতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ রেলসংযোগ।
* অসমের ডিব্রুগড় থেকে যাত্রা শুরু। নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর অতিক্রম করে উত্তর প্রদেশে পৌঁছয়।
* কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যান, কামাখ্যা, বিক্রমশীলা মহাবিহার, অযোধ্যা ও লক্ষ্ণৌ সংলগ্ন এলাকা অতিক্রম করে।
* পর্যটন, স্থানীয় বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানে গতি এসেছে।

নিউ জলপাইগুড়ি নাগেরকয়েল অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

ডুয়ার্স থেকে দেশের দক্ষিণ প্রান্ত

* পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশ ও দেশের দক্ষিণ প্রান্তের মধ্যে সংযোগ।
* ভুটান ও বাংলাদেশের নিকটবর্তী নিউ জলপাইগুড়ি থেকে নাগেরকয়েল পর্যন্ত সাপ্তাহিক পরিষেবা।
* দার্জিলিং ডুয়ার্স, বিশাখাপত্তনম, মাদুরাই ও কোয়েম্বাটুর সংলগ্ন এলাকা অতিক্রম করে।

নিউ জলপাইগুড়ি তিরুচিরাপল্লি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

* উত্তর পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার ও তামিলনাড়ুর শিক্ষা ও তীর্থকেন্দ্রের সংযোগ।
* আগ্রা, প্রয়াগরাজ, ভুবনেশ্বর, তাঞ্জাভুর ও চেন্নাই অতিক্রম করে।
* বাজার, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে প্রবেশ সহজ হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার বেঙ্গালুরু অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

* সীমান্ত জেলা ও প্রযুক্তি নগরীর সরাসরি রেলসংযোগ।
* সাপ্তাহিক পরিষেবা।

আলিপুরদুয়ার থেকে এস এম ভি টি বেঙ্গালুরু।

* সোমবার রাত ১০টা ২৫ মিনিটে যাত্রা। শনিবার সকাল ৮টা ৫০ মিনিটে প্রত্যাবর্তন।

আলিপুরদুয়ার পানভেল অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

* উত্তরবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চল ও মুম্বই মহানগর সংযোগ।
* সাপ্তাহিক পরিষেবা।
* দার্জিলিং, ত্রিবেণী সঙ্গম, চিত্রকূট ধাম ও ত্র্যম্বকেশ্বর সংলগ্ন এলাকা অতিক্রম করে।

সাঁতরাগাছি তাম্বরম অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

* পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে রেলসংযোগ জোরদার।
* কলকাতার নিকটবর্তী সাঁতরাগাছি থেকে চেন্নাইয়ের তাম্বরম।
* জগন্নাথ মন্দির, কোনারক সূর্য মন্দির ও শোর মন্দির সংলগ্ন এলাকা অতিক্রম করে।

হাওড়া আনন্দ বিহার অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

* পূর্ব ভারত ও জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের সংযোগ।
* সাপ্তাহিক পরিষেবা।
* বৃহস্পতিবার রাত ১১টা ১০ মিনিটে হাওড়া থেকে যাত্রা। শনিবার ভোর ২টা ৫০ মিনিটে আনন্দ বিহারে পৌঁছয়।

শিয়ালদহ বারাণসী অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

* পূর্ব ভারত ও গুরুত্বপূর্ণ তীর্থনগরীর সংযোগ।
* দৈনিক পরিষেবা।
* বৈদ্যনাথ ধাম জ্যোতির্লিঙ্গ, তখত শ্রী পাটনা সাহিব, কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ও সারনাথ সংলগ্ন এলাকা অতিক্রম করে।

সমাপ্তি

অমৃত ভারত এক্সপ্রেস দীর্ঘপথ রেল সংযোগ শক্তিশালী করার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সাশ্রয়ী ভাড়ার সুবিধা, বিস্তৃত ভৌগোলিক পরিসর ও যাত্রীকেন্দ্রিক নকশার মাধ্যমে সামাজিক সংহতি ও অর্থনৈতিক সংযোগ জোরদার হয়েছে। সংযোগ সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিষেবা মানুষ, অঞ্চল ও সুযোগকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী ভূমিকা পালন করবে।

(৩ পাতার পর)

বাংলায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শর্ত প্রধানমন্ত্রীর

আর প্রধানমন্ত্রী যা বললেন তাতে বাংলার সাধারণ মানুষ সম্পূর্ণ হতাশ হলেন। কারণ বাংলার মানুষ ভেবেছিলেন সিঙ্গুরে টাটা কারখানার কথা ঘোষণা করবেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী স্বপ্নফেরি করলেন ঠিকই তবে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রেখে গেলেন শর্ত। সুতরাং কোনও কিছুই যে বাস্তবে হবে না সেটা স্পষ্ট হয়ে গেল মোদির ভাষণে। কারণ প্রধানমন্ত্রী সিঙ্গুরের সভা থেকে বলেন, 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তীকে জাতীয় স্তরে পালন করার উদ্যোগও নিয়েছে আমাদের সরকার। বিজেপি বিকাশ এবং ঐতিহ্য উভয়কেই গুরুত্ব দেয়। এই দুইয়ের মডেলেই বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের বিকাশে গতি দেবে। এই রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা ঠিক হলে তবেই বিনিয়োগ আসবে। কিন্তু এখানে মাফিয়াদের ছাড় দিয়ে রাখা হয়েছে।'

অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের তুমুল সমালোচনা করলেন। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের কোনও প্রকল্পের সমালোচনা করেননি প্রধানমন্ত্রী। এমনকী ক্ষমতায় এলে সেইসব প্রকল্প চালু থাকবে কিনা তা নিয়েও কোনও দাবি করেননি। বরং প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, 'পশ্চিমবঙ্গের অনেক সামর্থ্য রয়েছে। অনেক বড় বড় নদী রয়েছে। বিশাল উপকূলরেখা রয়েছে। উর্বর জমি রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় কিছু না কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। এখানকার সাধারণ মানুষদের বুদ্ধি, প্রতিভা, সামর্থ্য রয়েছে। বিজেপি প্রত্যেক জেলা হিসাবে পরিকল্পনা তৈরি করবে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট জেলার মানুষেরাই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন।'

সিনেমার খবর

২০২৬-এ মুক্তি পাবে দীপিকার ৫ সিনেমা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীপিকা পাড়ুকোন বলিউডের অন্যতম সফল ও প্রভাবশালী অভিনেত্রীদের একজন। রোমান্টিক, ঐতিহাসিক কিংবা সমসাময়িক সব ধরনের চরিত্রেই সমান সাবলীল তিনি। তবে ক্যারিয়ারের দিক থেকে ২০২৫ সালটা ছিল তার জন্য কিছুটা নীরব। পুরো বছরে মুক্তি পায়নি দীপিকার কোনো নতুন সিনেমা, যা নিয়ে ভক্তদের মধ্যেও তৈরি হয়েছিল নানা প্রশ্ন।২০২৬ সাল দীপিকার জন্য হতে যাচ্ছে বড় প্রত্যাবর্তনের বছর। কারণ এই বছরে একসঙ্গে পাঁচটি সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে তার। চলুন দেখে নেওয়া যাক এ বছর দীপিকার কোন কোন সিনেমা মুক্তি পেতে চলেছে।

কিং

শাহরুখ খান অভিনীত এই সিনেমায় দীপিকা পাড়ুকোনের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছেন অভিনেত্রী নিজেই। ছবিটিতে শাহরুখ ও দীপিকার পাশাপাশি দেখা যাবে সুহানা খানকেও, যার মাধ্যমে তার বলিউড অভিষেক হবে। সিনেমাটি চলতি বছরেই মুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে।

টাইগার ভার্সেস পাঠান

সালমান খান ও শাহরুখ খান অভিনীত বহুল প্রতীক্ষিত এই সিনেমাটিও ২০২৬ সালে মুক্তি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। 'পাঠান'-এর পর এবারও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দীপিকা পাড়ুকোনকে দেখা যাবে বলে জানা গেছে।

ব্রহ্মাস্ত্র পার্ট ২: দেব

অয়ন মুখোপাধ্যায়ের এই সিনেমায় দীপিকা পাড়ুকোনকে মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে বলে জোর গুঞ্জন রয়েছে। প্রথম পর্বে তার একটি ঝলক দেখিয়েই দ্বিতীয় অংশে গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতির ইঙ্গিত দিয়েছিলেন নির্মাতা। রণবীর কাপুরের পাশাপাশি রণবীর সিংকেও এই ছবিতে দেখা যেতে পারে, যদিও এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি।

মহাবতার

ভিকি কৌশল অভিনীত 'মহাবতার' সিনেমাটিও মুক্তি পাবে ২০২৬ সালে। এতে দীপিকা পাড়ুকোনের অভিনয়ের কথা জানা গেলেও তার চরিত্র সম্পর্কে এখনও বিস্তারিত প্রকাশ করেননি নির্মাতারা। তবে ভিকির বিপরীতে দীপিকাকে দেখার অপেক্ষায় ভক্তরা।

অ্যাটলির নতুন প্রজেক্ট

অ্যাটলি পরিচালিত এই বড় বাজেটের সিনেমায় প্রথমবারের মতো জুটি বাঁধছেন আল্লু অর্জুন ও দীপিকা পাড়ুকোন। ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, সিনেমাটির প্রায় ৬০ শতাংশ শুটিং শেষ। ভিজ্যুয়াল ও পোস্ট-প্রোডাকশনের জটিলতার কারণে ছবিটি দুই ভাগে মুক্তি দেওয়ার কথাও ভাবছেন নির্মাতারা, যদিও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও আসেনি।

১৮ বছরের কিশোরীর সঙ্গে গোয়ার সমুদ্রতটে কার্তিক?

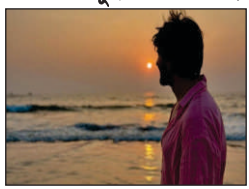

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রেম করছেন বলিউড অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান- সামাজিক মাধ্যমে গোয়া থেকে ছবি শেয়ার করতেই এমন জল্পনা তৈরি হয়েছে। গোয়ায় নাকি ইংল্যান্ডের কিশোরী কারিনা কুবিলিয়ুটের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন অভিনেতা। সত্যিই কি কার্তিকের নতুন প্রেমিকা কারিনা?এমন প্রশ্নের উত্তরে যে কথা বললেন ১৮ বছরের কিশোরী কারিনা কুবিলিয়ুট।

সামাজিক মাধ্যমে গোয়া থেকে একটি ছবি শেয়ার করে নিয়েছেন অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান। সেই ছবিতে শুধুই তার একজোড়া পা দেখা যাচ্ছিল। একই সময়ে কারিনাও একটি ছবি তার সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করে নেন। একই সমুদ্রসৈকত বুঝতে অসুবিধা হয়নি নেটিজেনদের।

কার্তিকের সেই ছবিতে একটি ভলিবলের কোর্টও দেখা গিয়েছিল, যা কারিনার ছবিতেও দৃশ্যমান। কার্তিক ইনস্টাগ্রামে কারিনাকে অনুসরণও করছিলেন। কিন্তু গুঞ্জন ছড়ানোর পরেই অভিনেতা ১৮ বছরের কিশোরীকে 'আনফলো' করে দেন।

এরপর কারিনা কুবিলিয়ুট দাবি করে বলেন, তিনি মোটেই কার্তিকের প্রেমিকা নন। এক নেটিজেন কারিনার উদ্দেশে লিখেছেন—দয়া করে কার্তিকের থেকে পালাও। আমার কথা শোনো, কার্তিকের সঙ্গে প্রেম করা ঠিক নয়। ও তোমাকে ছেড়ে দেবে। তাই ও ছাড়ার আগে তুমি ওকে ছেড়ে দাও। সেই পোস্টে গিয়েই কারিনা মন্তব্য করেছেন, আমি ওর প্রেমিকা নই।

উল্লেখ্য, ইংল্যান্ডের কার্লিসল কলেজের ছাত্রী কারিনা। তিনি পেশায় একজন 'চিয়ারলিডার'। কার্তিক ও কারিনার বয়সের ব্যবধান নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে। কয়েক মাস আগেই কার্তিকের সঙ্গে নাম জড়িয়েছিল দক্ষিণী তারকা শ্রীলীলার। তারা একটি ছবিতে একসঙ্গে কাজও করেছেন। যদিও কার্তিক বা শ্রীলীলা এ নিয়ে মুখ খোলেননি।

স্মিতা পাটিলের বায়োপিকে চিত্রাঙ্গদা, যা বললেন অভিনেত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী চিত্রাঙ্গদা সিং কম কাজ করেন, কিন্তু বেছে বেছে করেন— এমনই নীতিতে চলেন তিনি। অভিনেত্রীর ক্যারিয়ারে চোখ রাখলেই সেটি বোঝা যায়। 'ব্যাটেল অব গালওয়ান' সিনেমায় ভাইজানখ্যাত অভিনেতা সালমান খানের বিপরীতে অভিনয় করে নিজেকে আরও একবার পরিচিতি এনে দেন চিত্রাঙ্গদা সিং। তাকে নিয়ে এ মুহূর্তে চর্চা তুঙ্গে। জানা গেছে, স্মিতা পাটিলের বায়োপিকের জন্য নাকি চিত্রাঙ্গদাকেই বেছে নেওয়া হয়েছে।আসলেই কি তাই?

স্মিতা পাটিলের মুখের সঙ্গে তার মুখের আদলে বেশ মিল রয়েছে। অনেকেই নাকি এমন কথা বলেন তাকে। এ বিষয়ে চিত্রাঙ্গদা বলেন, একবার নাকি স্মিতা পাটিলের পুত্র প্রতীক ভুল করে মাতৃদিবসে তার ছবি পোস্ট করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি পর্দায় স্মিতাজির চরিত্রে অভিনয় করতে চাই। কারণ বহু মানুষ আমাকে বলেন যে, আমার নাকি স্মিতাজির মুখের সঙ্গে মিল রয়েছে। এমনকি তার ছেলে প্রতীকও আমাকে এটি বলেছে।

তিনি বলেন, আসলে প্রতীক একবার ভুল করে মাদার্স ডে-তে আমার ছবি পোস্ট করেছিল। ভেবেছিল ওটা স্মিতাজির ছবি। কেউ একজন আমাকে ছবিটি পাঠিয়ে বলেছিল— আমার মনে হয় না এটা স্মিতাজির ছবি—এটা তো আপনার ছবি, তাই না? সেটি দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

ভারতকে নিয়ে মন্তব্য, আইপিএল থেকে বাদ পড়ার শঙ্কায় হোল্ডার!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আইপিএল শুরুর আগে গুজরাট টাইটান্সের অলরাউন্ডার জেসন হোল্ডারের মন্তব্য নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। সম্প্রতি জনপ্রিয় পডকাস্ট ‘গেম উইথ গ্রেস’ এ ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক ও ক্রিকেটের বাইরের ঘটনা নিয়ে তার বক্তব্য নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠেছে।

হোল্ডার বলেন, “আমি ভারত-পাকিস্তান ‘বিফ’ পছন্দ করি না। এটা ক্রিকেটের অনেক বাইরে চলে গেছে, যা সত্যিই দুঃখজনক। ভারতের এশিয়া কাপ জিতে ট্রফি না নেওয়া ছিল মাত্রাতিরিক্ত। এসব আমাদের খেলায় মানায় না।” তিনি আরও বলেন,‘ক্রিকেটাররা শুধু রান করা ও উইকেট নেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আমরা আইডল, ক্রিকেটাররা বিশ্বদূত। তাদের কাছ থেকে এমন আচরণ প্রত্যাশিত নয়।’

তিনি বিশ্বাস করেন, ভারত ও পাকিস্তান যদি মাঠে পারস্পরিক সম্মান ও ঐক্য দেখাতে পারে, তা কেবল ক্রিকেটেই নয় সামাজিক বার্তাও পৌঁছে দিতে পারে। হাত মেলানো বা ছোট প্রতীকী উদ্যোগও মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে পারে।

হোল্ডারের এই মন্তব্য ইতিমধ্যেই ভারতে ভাইরাল হয়ে গেছে এবং নেটিজেনদের মধ্যে সমালোচনা শুরু হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই বিতর্কের কারণে আইপিএল থেকে তাকে বাদ দেওয়ার সম্ভাবনা কম নয়।

তবে আগামী আইপিএলে হোল্ডার গুজরাট টাইটান্সের হয়ে খেলবেন। নিলামে তাকে ৭ কোটি রুপিতে দলে অন্তর্ভুক্ত করেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। তবে টুর্নামেন্ট শুরুর আগে এই বিতর্ক গুজরাট টাইটান্সের জন্য অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নাইট ক্লাবে মারামারি ঘটনায় ব্রুকের জরিমানা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নভেম্বরে নিউজিল্যান্ড সফরে একটি নাইটক্লাবের বাইরে কর্মীদের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে বড় শাস্তি পেলেন ইংল্যান্ডের সাদা বলের অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক। ২৬ বছর বয়সী এই খেলোয়াড়কে ৩০ হাজার পাউন্ড জরিমানা করেছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। তবে ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন এই ক্রিকেটার।

দ্য টেলিগ্রাফের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওয়েলিংটনে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডের আগের দিন মদ্যপ অবস্থায় ব্রুককে একটি নাইটক্লাবে ঢুকতে বাধা দেয়া হয়েছিল। এরপর নাইটক্লাবটির এক কর্মীর সঙ্গে তার কথাকাটাকাটি হয়। ধস্তাধস্তির সময় হাতে আঘাত পায় ব্রুক। পরে ঘটনাটি নিজেই দলের নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের জানান তিনি। বড় শাস্তি পেলেও ইংল্যান্ডের সাদা বলের অধিনায়ক হিসেবে বহাল রাখা হয়েছে ব্রুককে।

ইসিবির প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন ব্রুক বলেছেন, আমার আচরণের জন্য আমি ক্ষমা চাইছি। আমি সম্পূর্ণভাবে মেনে নিচ্ছি, আমার আচরণ ভুল ছিল এবং এতে আমি নিজে ও ইংল্যান্ড দল বিব্রত হয়েছি। ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করা সর্বোচ্চ সম্মানের বিষয়, যা আমি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিই। সতীর্থ, কোচ ও সমর্থকদের হতাশ করার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

উল্লেখ্য, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডেতে দুই উইকেটে হেরে সিরিজ ৩-০ ব্যবধানে হারেছিল ইংল্যান্ড। সিরিজে ব্রুক ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন। ১০ ইনিংসে দুই ফিফটির সাহায্যে ৩৫৮ রান করেন তিনি।

সেল্টা ভিগো ছেড়ে ইন্টার মায়ামিতে আর্জেন্টাইন উইঙ্গার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ধারে খেলতে এসে প্লে-অফে রেকর্ড গড়ার পর এবার ইন্টার মায়ামি আর্জেন্টিনার উইঙ্গার আইয়েন্দেকে স্থায়ীভাবে দলে নেওয়ার কাজ প্রায় শেষ করেছে, জানিয়েছে দ্য অ্যাথলেটিক।

মায়ামির প্রথম লিগ শিরোপা জয়ে বড় অবদান রেখেছিলেন আইয়েন্দে। গত ডিসেম্বরে এমএলএস কাপের ফাইনালে যোগ দেওয়ার সময় জালে গোল করেন তিনি। ভ্যানকুভার হোয়াইটক্যাপসের বিপক্ষে ৩-১ গোলে জয় পায় মায়ামি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আইয়েন্দের নতুন চুক্তি স্বাক্ষর হবে চলতি সপ্তাহে। ২৬ বছর বয়সী এই আর্জেন্টিনার উইঙ্গার গত বছর মায়ামির হয়ে নিয়মিত মৌসুমে ৩৫ ম্যাচ খেলেছেন এবং ১১ গোল করেছেন। এর মধ্যে ২৬ ম্যাচে তিনি ছিলেন শুরুর একাদশে।

আইয়েন্দে ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ মৌসুমে সেল্টা ভিগোর হয়ে লা লিগায় ১১ ম্যাচ খেলেছেন। তারপর গত বছরের জানুয়ারিতে ধারে মায়ামিতে যোগ দেন। নিয়মিত মৌসুমের পর প্লে-অফে তিনি নিজেকে নতুনভাবে পরিচয় করান, ৯ গোল করে রেকর্ড গড়েন।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR